Volume 27 : 2024-2025
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.17

নান্দনিক রসবোধের উৎস সন্ধানে

রাজকুমার মোদক

ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) ও কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের (১৮৭৫-১৯৪৯) সময়কাল অভিন্ন না হলেও ভারতবর্ষে কান্টের দর্শনের যে কয়েক জন মুষ্টিমেয় সমঝদার উৎকৃষ্ট মানের স্কলার ছিলেন তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য অগ্রগণ্য। সংস্কৃত, বাংলা এবং ইংরাজি ভাষায় তাঁর অসাধারণ বুৎপত্তি থাকায় পাশ্চাত্য দর্শনকে ভারতীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তাধারার কোষ্ঠীপাথরে ফেলে এমনভাবে বিচার করেছেন যে তা এক দার্শনিক স্বকীয়তার পরিচয় বহন করে চলেছে। কান্ট তাঁর অন্যতম প্রিয় পাশাত্য দার্শনিক হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি নিজে অনেক জায়গায় কান্টের মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করেননি। যেমন কান্ট আত্মাকে জানা যায়, না বলে, বিশ্বাস করা যায় বলেছেন এবং আত্মাকে নৈতিক তার অন্যতম আবশ্যিক ভিত্তিরূপে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন এই কারণে, আত্মা ধী-শক্তি দ্বারা লব্ধ ধারণা নয়, এমন বলা যায় না। বরং আত্মা হল এমন এক সত্য যাকে জানতে হয়। আর এই সত্যতাকে জানতে গেলে শুরুটা করতে হবে নৈতিক তার বাইরে এসে অর্থাৎ জ্ঞানীয়স্তরেই। তাই তিনি বলেন, আত্মাকে জানা যায়, কিন্তু চিন্তা করা যায় না। আবার দর্শন বলতে কান্ট জ্ঞানসংক্রান্ত বিজ্ঞান ও তার সমালোচনাকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে দর্শন পুরোপুরি অনুধ্যানাত্মক। 'It is the self-evident elaboration of the self-evident.' তবে নান্দনিক উপভোগের উৎস সন্ধানে উভয়েই যখন ব্রতী হন, তখন কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের চিন্তাধারায় কিছু কিছু মিল পরিলক্ষিত হয়। আর এই মিল Great men think alike. এই প্রবাদ অনুসারেই। আর তাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যই হল তাঁদের উভয়ের নান্দনিক চিন্তাধারার মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনা করা। যার প্রথম পর্বে থাকছে দর্শন সম্পর্কে তাঁদের উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে পর্যায়ক্রমে থাকছে তাঁদের উভয়ের নন্দনতত্ত্ব, আর একেবারে শেষপর্বে থাকছে উভয়ের মতের তুলনামূলক আলোচনা।

I

আমরা সকলে বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের নাম জানি, ছবিতে দেখেওছি, এর কতকগুলি প্রাকৃতিক আর কতকগুলি মনুষ্যসৃষ্ট, আমরা আবার কেউ কেউ এর সবকটিই বা অন্ততঃপক্ষে কয়েকটি বা একটির রসও হৃদয় দিয়ে সরাসরি আস্বাদন করিনি তা নয়। এই সকল নান্দনিক বিষয়গুলির সঙ্গে মানুষের বৈষয়িক লেনা-দেনা যে খুব আছে তা নয়, তবু এইগুলিই মানুষকে এক দুর্নিবার আকর্ষণ তো করেই, পাশাপাশি এক অদ্ভুত রকমের আনন্দও প্রদান করে থাকে। এখন বৈষয়িক লেনা-দেনা মানে কেউ বলতেই পারেন যে বিনা টিকিটে তো আর তাজমহল দর্শন হয় না। তাই বৈষয়িক লেনা-দেনা তো আছেই। কিন্তু বিষয়টা তা নয়। কারণ, যে তাজমহলের দর্শন পিয়াসী, তার তাজমহল দর্শন করার পর আর যাই হোক পেট বা মাথা কোনটাই ভরে না, ভরে হৃদয় বা মন। তাই যে সকল বিষয়ে সৌন্দর্যের রস আস্বাদন করে মনের খিদে মেটানো হয় সেখানে আর যাইহোক কোন বৈষয়িক লেনা-দেনা থাকে না। আছে এক অনৈসর্গিক অনাবিল নান্দনিক উপভোগের তৃপ্তি। একজন শিল্পী কিংবা সাহিত্যিক কিংবা কবি যখন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কোন কিছু সৃষ্টি করেন তখন তাঁর ঐ সৃষ্টির ভিত্তি মূলে না আছে কোন লেনা-দেনা, না আছে কোন লাভ-ক্ষতি; সৃষ্টির আনন্দেই শিল্পী থাকেন বিভোর। যার মাধ্যমে তাঁর অন্তরাত্মা তাঁকে এক অনাবিল আনন্দের ছোঁয়ায় রাঙিয়ে তোলে, তাঁর হৃদয় দ্বারা সিঞ্চিত রক্ত বিন্দুর প্রতিটি কণায় কণায় সার্বিক এবং আবশ্যিক আনন্দের মুক্তধারা শিশিরের মত ঝিরঝির করে ঝরে পড়ে। এক অনাস্বাদিত পূর্বচেতনার আলোকে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমেই জগত যেন নবরূপে উদ্ভাসিত হয়। এ যেন 'রূপলোক ও রসলোকে আনে নব মাধুরীর

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 27 : 2024-2025
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.17

সঞ্জীবন।'

একটু আগেই বলা হয়েছে, নান্দনিক উপভোগের সঙ্গে বৈষয়িক লেনা-দেনার কোন সম্পর্ক নেই। এখানে মনের খিদে মেটানো হয়ে থাকে। কিন্তু কেউ কেউ বলতেই পারেন, মনের খিদে মেটানও তো এক ধরণের লেন-দেনা। এখন সত্যিই সৌন্দর্যের আস্বাদনের মধ্যে আদৌ কোন লেনা-দেনা আছে কিনা বুঝতে হলে বুঝতে হবে লেনা-দেনার সম্পর্ক সত্যিসত্যি আছে কার সঙ্গে? বহুল প্রচলিত 'বুদ্ধি যার বল তার' এই বাগধারা অনুসারে বুদ্ধিকেই আমরা কাজে লাগাই। এখন প্রশ্ন হল বুদ্ধি তার কোন বিষয়গুলিকে কাজে লাগায়? তার সীমা বা পরিসীমাই বা কতদূর? কান্ট এইসকল বিষয়গুলিকে বোঝানোর জন্য যে বিশদ আলোচনা করেছেন তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে না দিলেও চলবে। তবে এখানে যেটুকু না বললেই নয়, সেটা হল বুদ্ধির সীমানা হল ততদূর যতদূর আমরা জানতে পারি। সোজা কথায়, যে বিষয়টি আমাদের কাছে দিনের আলোর মত পরিস্কার সেটাকেই আমরা জানতে পারি। আর সেটাই বৈজ্ঞানিক। কিন্তু এই জানা বা বিজ্ঞান এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে আর যাইহোক জীবন ও জগত চলেনা। জগতকে জানতে হলে বা বুঝতে হলে জানা বা বিজ্ঞানের ধরা ছোঁয়ার অনেক অনেক উপরে উঠতে হয়। যেমন একজন মানুষ যদি অপর মানুষের কাছে দিনের আলোর মত উদ্ভাসিত হয়ে যায় তাহলে তাদের মধ্যেকার যে সম্পর্ক তা হবে যন্ত্রবৎ। সেখানে না থাকবে কোন ভালবাসা, না থাকবে কোন বিশ্বাস। সুতরাং জগত মূলতঃ চলে বিশ্বাসকে পুঁজি করেই। জগতে যতটুকু জানা তার থেকে বেশিটাই অজানা। জগত সম্পর্কে যতটা বলতে পারি তার থেকে না বলতেই বেশি পারি। কান্টের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় যে ঈশ্বরকে জানতে পারলেও তাঁকে বিশ্বাস করতেই পারি। উল্লেখ্য যে শ্রীমদ্ভগবদগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিংশতি নম্বর শ্লোক—ন জায়তে ম্রিয়তে বাকদাচিৎ ন অয়ম ভূত্বা ভবিতাবাভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতঃ অয়ম্পুরাণঃ ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।। অনুসারে আত্মার যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা জানতে না পারলেও বিশ্বাসের উপর ভর করে উপলব্ধি করতেই পারি। আসলে সবকিছুই বুদ্ধির ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পরে না, পরবেও না। বিংশ শতকের অন্যতম সেরা পাশ্চাত্য দার্শনিক ভিটগেনস্টাইনও তাঁর প্রথম জীবনের গ্রন্থ **Tractatus Logico Philosophicus** এর ভূমিকায় বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে একটা সীমারেখা টেনে দাবি করেন, যেখানে আদৌ কোন কিছু বলা যায় স্পষ্টই বলা যায়, আর যেখানে কিছু বলা যায় না সেখানে অবশ্যই নিশ্চুপ থাকতে হবে। বইটি, এই কারণে কতটা চিন্তা করতে পারি আর কতটা চিন্তা করতে পারি না তার সীমাবদ্ধতা টানে। চিন্তন প্রকাশের জন্য অর্থাৎ কতটা চিন্তা করতে পারি আর কতটা চিন্তা করতে পারি না তার সীমাবদ্ধতা টানার জন্যই আমাদের এই সীমার উভয়দিকেরই বোধ থাকা উচিত। সোজা কথায়, আমাদের এই ব্যাপারেও পারঙ্গম হতে হবে কি কি চিন্তা করতে পারি না।[i] উল্লেখযোগ্য যে, যে সকল বিষয়ের চিন্তা করতে পারি না, সেই সকল বিষয়ই কাছে দর্শনের আলোচ্য বিষয়তো বটেই, পাশাপাশি আবার বিজ্ঞানেরও ভিত্তি।

যাইহোক, কান্ট ও কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য (কেসিবি) এই দুই মহান দার্শনিকদের দৃষ্টিতে নান্দনিক উপভোগের উৎস আলোচনা করার পূর্বে যেটা উল্লেখ না করলেই নয় সেটা হল কান্টের যেমন দর্শন সম্পর্কে নিজস্ব চিন্তাভাবনা রয়েছে তেমনই কেসিবি নিজেও দর্শন সম্পর্কে নিজস্ব বক্তব্য রেখেছেন। কান্টকে একজন পূর্ণ দার্শনিক বলা যেতে পারে । ইংরাজীতে তাঁকে System Builder Philosopherও বলা হয়ে থাকে। মানব জীবনের যে মূল চারটি প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে চেয়েছিলেন সেগুলি হলঃ ১) আমরা কি এবং কতদূর জানতে পারি? ২) আমাদের কি করা উচিত? ৩) আমরা কি আশা করতে পারি? এবং ৪) আমি কে? বলাইবাহুল্য এই যে, **Critique of Pure Reason** এ কান্ট প্রথম প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, It professes to establish, in an exhaustive and final manner, the a priori principles which determine the possibility, conditions, and limits of pure rational

knowledge.[ii] অর্থাৎ এটি সেই সকল অভিজ্ঞতাপূর্ব-নীতি যেগুলি বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা লব্ধজ্ঞানের সম্ভবনা, শর্ত, এবং সীমানা নির্দেশ করে তাদের আবশ্যিক ও পর্যাপ্তভাবে প্রতিষ্ঠা করে। আর এই অভিজ্ঞতাপূর্ব-নীতিগুলিকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি দেখেন যে আমাদের জ্ঞান অবভাসিক জগতেই সীমাবদ্ধ থাকলেও স্বয়ং-সৎ-জগত অর্থাৎ যে জগতের জ্ঞান আমাদের হয় না, সেই জগত নিয়ে চিন্তা করতে কোন বাধা নেই। উল্লেখ্য যে নান্দনিক জগতের শুরুটা প্রাথমিকভাবে এই অবভাসিক জগতের মধ্যে দিয়ে হলেও বোধবুদ্ধিকে ছাপিয়ে গিয়ে অনুভবের দ্বারাই আমাদের নান্দনিক উপভোগ হয়ে থাকে। **Critique of Practical Reason** এ তিনি পরের দুটি প্রশ্নের অর্থাৎ ২) আমাদের কি করা উচিত? ৩) আমরা কি আশা করতে পারি? উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, নৈতিক ক্রিয়ার ভিত্তি হল স্বাধীনতা আর ঐ স্বাধীনতা সংক্রান্ত নিয়মই হল নৈতিক নিয়ম। তবে স্বাধীনতাকে মানুষ এই অবভাসিক জগতে না পেলেও অর্থাৎ স্বয়ং-সৎ-জগতের দ্বারা পুষ্ট স্বাধীনতার বশবর্তী হয়ে অবভাসিক জগতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে কোন বাধা নেই। আর তাছাড়া নীতি বিজ্ঞানে ঈশ্বর ও আত্মার অমরত্বের পূর্বস্বীকৃতি, মানুষ যে স্বাধীনতা ভোগ করে তা যে স্বয়ং-সৎ-জগতের দ্বারা পুষ্ট এটারই নির্দেশ করে। আসলে মানুষের মধ্যে অবভাসিক এবং স্বয়ং-সৎ এই দুটি জগতেরই ঐক্য দেখা যায়। কান্ট এও বলেন যে আমাদের যে কোন জ্ঞানেই এই ঐক্য লক্ষ করা যায়। Thus even though the noumenal is the territory of the unknown and the unknowable, man lives in diffusiveness of feeling for the noumenal self or subject in him. If man were entirely a phenomenal being then his moral sense would be an illusion, and it is likely that with the advancement of learning he would be completely rid of it.[iii]অর্থাৎ স্বয়ং সৎ জগতঅজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় হলেও মানুষ স্বয়ং সৎ জগতিস্থ আত্মার দ্বারাই উদ্ভাসিত। মানুষ যদি পুরোপুরি অবভাসিক জগতেরই হত তা হলে তার নৈতিক ধ্যান ধারণা ভ্রমে পর্যবসিত হত, তবে ক্রমানুশীলনের মাধ্যমেই এই বিভ্রম থেকে সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসা সম্ভব। Critique of Judgment এ কান্ট মনে করেন, যদি কোন বিষয় অবলোকন করে আমাদের যে নান্দনিক প্রত্যক্ষ বোধ হয় তা একদিক থেকে যেমন নিখাদ আনন্দ দেয়, তেমনই তা ইন্দ্রিয় সংবেদন ও বোধের মেল বন্ধনেরই প্রকাশক। নান্দনিক প্রত্যক্ষবোধ আসলে নান্দনিক অনুভূতির মাধ্যমে আত্ম-ঐক্যের পরিচায়ক হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র তাই নয়, এটি অপরাপর আত্মার সঙ্গে মেল বন্ধন ঘটিয়ে, নৈতিক নিয়মের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ‘kingdom of ends’ এর দিকে নিয়ে যায়।

এই প্রেক্ষিতে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের দর্শন আলোচনার পূর্বে যেটা না উল্লেখ করলেই নয় সেটি হল তিনি অপরাপর দার্শনিকদের মত কোন দার্শনিক সমস্যাকে তুলে ধরে তার সমাধান কীভাবে করা যায় সেই পথে না গিয়ে দর্শন বলতে কী বোঝায় সেই বিষয়টিকেই আপাদ-মস্তক নতুন ভাবে উপস্থাপন করেন। যা দর্শন সম্পর্কে, কী ভারতীয়, কী পাশ্চাত্য উভয় ক্ষেত্রেই এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। ফলস্বরূপ, আমরা লক্ষ করি যে দর্শন কী এবং কেন, অপরাপর বিষয়ের সঙ্গে এর সম্পর্ক কোথায়, দর্শনের যে শাখাগুলি রয়েছে সেগুলির মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক কেমন হবে ইত্যাদি বিষয়গুলিএক নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

তিনি দর্শনকে একেবারে চরম স্তর থেকে অনুধ্যান করে বলেন, এটি হল সেই সকল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অকৃত্রিম প্রকাশ যেখানে বিমূর্ত অধিবিদ্যার চর্চার মাধ্যমে স্বতঃপ্রমাণিক বিষয়ের স্বতঃপ্রমাণিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। ‘স্বতঃপ্রমাণিক বিষয়ের স্বতঃপ্রমাণিক ব্যাখ্যা’র ইংরাজী রূপটি হল ‘self-evident elaboration of the self-evident’[iv]। উল্লেখ্যযে দর্শনকে এইভাবে, আর যাই হোক, কোন পাশ্চাত্য বা ভারতীয় দার্শনিক দেখেননি। তবে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের দর্শন সম্পর্কে এই যে স্বকীয় চিন্তাভাবনা তা যে একেবারেই উদ্দেশ্য বিহীন ছিল তা নয়। তৎকালীন সময়ে পাশ্চাত্য দর্শনে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব পড়েছিল ইমানুয়েল কান্টের এবং যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা একদিক থেকে যেমন

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.17

অধিবিদ্যাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতে চাইছিলেন, পাশাপাশি দর্শনকেও তাঁরা বিজ্ঞানে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। আর কান্ট তো দর্শন চর্চা বলতে মুলতঃ জ্ঞানসংক্রান্ত বিজ্ঞানকেই বুঝতেন। কান্ট এবং যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা উভয়েই দর্শনকে দেখেছেন একেবারে জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। এককথায়, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী হতে। যেখানে বিশুদ্ধ দর্শনের ফ্লেভারটাই অনুপস্থিত। দর্শন মানেই যেন এক অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানাভাস।

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য উপরি উক্ত দর্শন সম্পর্কিত কান্ট এবং যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের ধ্যান-ধারণার খণ্ডন করতে গিয়ে সরাসরি কান্টের বিরুদ্ধে গিয়ে বলেন, 'self বা আত্মা হল এমন এক অতীন্দ্রিয় সত্তা যাকে জানা যায় না, কিন্তু চিন্তা করা যায় এবং self বা আত্মা হল নৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তি'—কান্টের এই মতামত ভিত্তিহীন এবং অযৌক্তিক। তিনিব লেন, self বা আত্মাকে নৈতিক বিশ্বাসের আবশ্যিক ভিত্তিভূমি এই কারণে বলা ঠিক নয় যে self বা আত্মাধী-শক্তি বা Reason এর দ্বারা লব্ধ idea বা ধারণা নয়। self বা আত্মা হল এমন এক সত্য যাকে জানতে হয়। আর এই সত্যতাকে জানতে গেলে শুরুটা করতে হবে নৈতিকতার বাইরে এসে অর্থাৎ জ্ঞানীয় স্তরেই। তাই তিনি বলেন, self বা আত্মাকে জানা যায়, কিন্তু চিন্তা করা যায় না। তিনি বলেন, 'A moral postulate is not simply an Idea of the Reason, nor is it a construct of the aesthetic imagination. It appears to me to be formulated for the contemplation for it not as a moral good or as enjoyable value but a truth to be known.'[v] অর্থাৎ একটি নৈতিক পূর্বস্বীকৃতি বুদ্ধি লব্ধ কোন সরল ধারণা যেমন নয়, তেমনই এটি কোন নান্দনিক কল্পনার নির্মাণও নয় । আমার কাছে এটা মনে হচ্ছে যে এটির না আছে কোন নৈতিক মূল্য না আছে কোন নান্দনিক মূল্য বরং এটি এমন সত্য যেটিকে জানতে হবে ।

II

কান্ট অবশ্য যে সকল অবধারণের (কান্ট বাক্য বা বচন শব্দটি ব্যবহার করেন না) মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান প্রকাশিত হয় তাদের নাম দিয়েছেন **Determinant Judgment বা জ্ঞানবাচিক অবধারণ**। তাঁর মতে, কোন কিছুকে জ্ঞান পদবাচ্য হতে গেলে জ্ঞান রাজ্যের বেশ কতকগুলি নিয়মকে মেনে চলতেই হয়। যেমন যদি বলা হয় 'চন্দ্র হয় গোলাকার।' তাহলে এই অবধারণটির উদ্দেশ্য চন্দ্রকে দ্রব্য নামক প্রকার বা কান্টের ভাষায় ক্যাটিগরি এবং বিধেয় গোলাকারকে গুণ নামক প্রকার বা ক্যাটিগরির মধ্যে ফেলতে হবে। আর এইরূপ প্রকার বা ক্যাটিগরির সংখ্যাই সর্বসাকুল্যে ১৪ টি। এর বাইরে যদি কোন কিছু পরে তাহলে তাদের আর যাইহোক জানি বলা যাবে না। এখন প্রশ্ন হল 'চন্দ্র হয় গোলাকার।' এই অবধারণটির না হয় জ্ঞান হল। কিন্তু 'চন্দ্র হয় সুন্দর'। এই অবধারণটির বেলায় কি হবে ? কান্ট এদের কে **Reflective Judgment** বলেছেন। সুন্দর বলে বোধবুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা প্রসূত কোন প্রকার বা ক্যাটিগরি না থাকলেও আমাদের এই সকল অবধারণের বোধ হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল কী ভাবে? এ ব্যাপারে কান্ট বলছেন, একটি নান্দনিক অবধারণের ভিত্তিমূলে কেবলমাত্র বিষয়টির উপস্থাপনা থাকে না, এর সাথে বিষয়ীর উদ্দেশ্য, উপস্থাপনার ভাবভঙ্গী এইসব বিষয়গুলি সংশ্লিষ্ট থাকে। কান্টের ভাষায়, 'The basis that determines a judgment of taste, can be nothing but the subjective purposiveness in the presentation of an object, without any purpose (whether objective or subjective), and hence the mere form of purposiveness, insofar as we are conscious of it, in the presentation by which an object is given us.'[vi] আসলে এই জাতীয় অবধারণগুলি জ্ঞানরাজ্যের তথা বুদ্ধির কোন নিয়ম কানুন না মানলেও এদের মূলে রয়েছে আমাদের এক সুনির্দিষ্ট অথচ সার্বজনীন মানসিক বৃত্তির প্রকাশ। 'চন্দ্র হয় গোলাকার'। এখানেও মানসিক বৃত্তির প্রকাশ রয়েছে তবে তা নেহাতই mundane বা নৈসর্গিক তথা এই জগতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু 'চন্দ্র হয় সুন্দর'। এই অবধারণটির ক্ষেত্রে যে মানসিক বৃত্তি

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 27 : 2024-2025
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.17

রয়েছে সেটা non-mundane বা অনৈসর্গিক অর্থাৎ এই জগতকে ছাপিয়ে যায়। রাসবিহারী দাস বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন, 'সুতরাং এই বাক্য শাব্দিক ভাবে মাত্র বাক্য বলা যায়, আর্থিকভাবে নয়...বিধেয় বিষেশণক জ্ঞানবাচী বাক্যের অপেক্ষায় এইরূপ ধ্যানবাচী বাক্যকে বিধেয় বিশেষক বাক্য বলিতে হয়। মুখকে চন্দ্রভাবে কল্পনায় যেরূপ বিধেয় চন্দ্র পদার্থই মুখ্য, মুখ গৌণ সেইরূপ জ্ঞেয় বিষয়কে কাষ্ঠাভাবে কল্পনায় বিধেয় কাষ্ঠপদার্থই মুখ্য, বিষয় গৌণ।'[vii] এখানে যে বিষয়টি উল্লেখ করা দরকার সেটি হল কান্ট, **Determinant Judgment** বা জ্ঞানবাচিক অবধারণগুলির জ্ঞান হতে গেলে যে সকল প্রকার বা ক্যাটিগরির কথা বলেছেন, সেগুলিকে যেমন অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না, কেননা সেগুলি থাকার জন্যই অভিজ্ঞতা সম্ভব; তেমনই **Reflective Judgment** বা ধ্যানবাচিক অবধারণগুলির যে বোধহয় তাদের ভিত্তিহল বিষয়ী ভিত্তিক সার্বজনীন উদ্দেশ্য নামক আকার। তবে এই দুই প্রকার অবধারণগুলির শুরুটা অভিজ্ঞতা দিয়ে হলেও অভিজ্ঞতাই শেষ কথা নয়।

এখন প্রশ্ন হলঃ মানুষতো একটা বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন ইহজাগতিক প্রাণী তার পক্ষে কীভাবে এই অনৈসর্গিক বিষয়ের রস আস্বাদনস সম্ভব ? এর উত্তরে কান্ট বলেন যে মানুষ আসলে অবভাসিক বা phenomena এবং স্বয়ং সৎ বা noumena এই দুইয়ের মেলবন্ধন। আর তাই মানুষ তার জানার বাইরে গিয়ে অজানা বিষয়কে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেই পারে। তাই এও তিনি বলেন, আত্মাকে আমরা জানতে না পারলেও সে সম্পর্কে আমরা চিন্তা করতেই পারি। আবার জগতের খুব অল্পই জানা হলেও অজানা বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে কোন বাধা নেই। এই কারণে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষের মধ্যে অসীম ও সসীম সত্তা এই দুটিকেই দেখেছেন। মানুষের এই যে অসীমসত্তা সেটা তার কাছে, বিশ্ব কবির ভাষায়, উদ্বৃত্ত বা সারপ্লাস। এটাই তাঁকে নিত্য-নতুন শিল্পকর্ম সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার কাছাকাছি এনে দেয়। মনন করতে শেখায় গায়ত্রীমন্ত্র—'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃতৎ সবিতুর্বরেণ্যং।। ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।। মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব রয়েছে তা তারই বিকাশ তরান্বিত করে। জীবন থেকে সে উত্তীর্ণ হয় জীবন দেবতায়। তাঁর ভাষায়, There is a point where in the mystery of existence contradictions meet; where movement is not all movement and stillness is not all stillness ; where the idea and the form, the within and the without, are united ; where infinite becomes finite, yet not losing its infinity. If this meeting is dissolved, then things become unreal.[viii] সাংখ্য যোগ দর্শনেও মন, অহংকার ও বুদ্ধির দ্বারা প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে নিত্য-বুদ্ধ-মুক্ত-সদা আনন্দময় পুরুষ বা চৈতন্য বলা হয়নি। প্রতিটি মানুষই প্রকৃতির ধরাছোঁয়ার বাইরে যে বিশুদ্ধ চৈতন্য রয়েছে তার অধিকারী। অবিদ্যাই আমাদেরকে এই উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। চাই নিরন্তর সাধনা। তাইত বেদান্তীরা এই জগতকে মায়া উপহিত চৈতন্যের জগত বলে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপের উপলব্ধির কথা বলেছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক কান্ট অবশ্য ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একেই যেন, **'kingdom of ends'** বলতে চান। তবে উপরে বর্ণিত ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিগুলির সঙ্গে কান্টের যে মস্ত তফাতের জায়গা সেটা হল তিনি সৌন্দর্যের উপলব্ধির মাধ্যমেই নৈতিকতার পথ অবলম্বনকরে **'kingdom of ends'** প্রতিষ্ঠার দাবি রাখেন।

কান্ট কেমন ভাবে সৌন্দর্যের উপলব্ধির মাধ্যমেই নৈতিকতার পথ অবলম্বন করে**'kingdom of ends'** প্রতিষ্ঠার দাবি রাখেন সেই বিষয় আলোচনার পূর্বে যে কথাটা আরও একবার উল্লেখ না করলেই নয় সেটা হল, এই জাতীয় **Reflective Judgment বা ধ্যানবাচিক অবধারণগুলি**কে তিনি আবার **Purposive** বা উদ্দেশ্যমূলক বলেছেন। তবে এখানে যে উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাহল **Subjective** বা ব্যক্তিভিত্তিক। আনন্দের উপলব্ধিজনিত তৃপ্তি পাওয়াই হল এই সকল **Reflective Judgment বা ধ্যানবাচিক অবধারণগুলির** মূল উদ্দেশ্য। তবে যে ব্যাপারটি খেয়াল করতে হবে সেটা হল, এই সকল অবধারণগুলি যে বিষয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে সেগুলি সবই অনৈসর্গিক বা non-mundane। আর তাই বলা হয়,'An aesthetic judgment

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

is purposive without any purpose. Because the purpose of an aesthetic judgment is always concerned with what is non-mundane.' সোজাকথায়, এখানে অনৈসর্গিক বা non-mundane বিষয়ের সিদ্ধি হয় উপলব্ধির মাধ্যমে। আর তাই উপলব্ধির মাধ্যমে যে আনন্দ পাওয়া যায় সেটাও অনৈসর্গিক বা non-mundane। '...the significance of the fact that judgments of taste are aesthetic is that it indicates that they are based on feeling. As such, they have a subjective source quite distinct from cognition...'[ix]এ প্রসঙ্গে রাসবিহারী দাস বলেন, 'জ্ঞানাত্মক অধ্যাবসায়ের স্ফুট-অস্ফুট ভেদ স্বীকার করা যায়। অস্ফুট অধ্যাবসায়ের বিষয় গৃহীতভাবে স্ফুট, প্রকারিতভাবে অস্ফুট অর্থাৎ উহার প্রকার জানা নাই; প্রকারের আকাঙ্খা আছে মাত্র। স্ফুট অধ্যাবসায়ে বিষয় প্রকারিতভাবেও স্ফুট অর্থাৎ বিষয় এই প্রকার বলিয়া নিশ্চয় আছে। আনন্দধ্যানাত্মক অধ্যাবসায়ে ও এইরূপ স্ফুট-অস্ফুট ভেদ নির্দেশ করা যায়। ধ্যানের আলম্বন যে বিষয় পরিচ্ছেদ বা আকার তাহা আত্মভূত জগতের স্বরচিত বা স্বাভিপ্রেত প্রকার বা ব্যাপার—এই প্রতীতি স্ফুট-অস্ফুট হইতে পারে। অস্ফুট প্রতীতিতে এই প্রকারের আকাঙ্খা বা ইঙ্গিতমাত্র আকারে প্রকাশ হয়। এই ইঙ্গিত প্রকাশকে পরিচ্ছিন্ন বিষয়ের রসস্ফূর্তি বলা যায়। উহা জগতরূপ আত্মার কি অভিপ্রায় বা আকৃতের প্রকাশ তাহার উপলব্ধি হয় না কিন্তু কোন অনির্দিষ্ট অভিপ্রায়ের প্রকাশ বলিয়া বেদনাত্মক নিশ্চয় হয়। এইরূপ অস্ফুট প্রকাশ দুই ভাবে অনুভূত হয়। অনির্দিষ্ট অভিপ্রায় কোথাও কল্পনীয় বলিয়া বা কোথাও বা অকল্পনীয় বা কল্পনাতীত বলিয়া প্রতীত হয়। প্রথম স্থলে বিষয়ের রসস্ফূর্তির নাম শোভা বা সৌন্দর্য, দ্বিতীয় স্থলে রস স্ফূর্তির নাম মহাভাব। বিষয়ে শোভা ও মহাভাব রূপে অস্ফুট প্রকাশের নিশ্চয়কে রসাত্মক অধ্যাবসায় (Aesthetic Judgment) বলাযায়।'[x]

এখন প্রশ্ন হলঃ Reflective Judgment বা ধ্যানবাচিক অবধারণগুলি যা অনৈসর্গিক বা non-mundane আনন্দের উদ্রেক করে তার ভিত্তিমূলে কি রয়েছে? এর উত্তর কান্ট দিয়েছেন, তাঁর **'Analytic of the Beautiful'** নামক অংশে। যেখানে তিনি এই ধরণের অবধারণগুলির চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। **প্রথমতঃ** taste বা আস্বাদন নামক বৃত্তির দ্বারা আমাদের যে delight বা আনন্দ কিংবা aversion বা বিরাগ প্রতিফলিত হয় তার বিচার করেই আমরা কোন কিছুকে সুন্দর অথবা কুৎসিত বলে থাকি। **দ্বিতীয়তঃ** যেটা সুন্দর সেটা স্থান, কাল ও পাত্র নির্বিশেষে সুন্দর। **তৃতীয়তঃ** যেটাকে আমরা সুন্দর বলি সেটা এক্কেবারে চরম ও পরম অর্থাৎ তার উপরে আর হয় না। It is the representation of the end. **চতুর্থতঃ** সুন্দর হল এমন একটি ধারণা যার সঙ্গে সবসময়েই আবশ্যিকভাবে আনন্দ জড়িয়ে থাকে।

এই জাতীয় অবধারণগুলিকে আরও স্পষ্ট করার জন্য কান্ট এই চারটে বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি **Disinterested Delight** বা নিরপেক্ষ আনন্দের প্রসঙ্গ এনেছেন। **Disinterested Delight** বা নিরপেক্ষ আনন্দের বিষয়টি স্পষ্ট হবে যদি এটিকে **Enjoyment in Agreeable** বা সম্মতি জ্ঞাপক আনন্দ এবং **Enjoyment in Good** বা ভালোর দ্বারা ব্যাপ্ত আনন্দের সঙ্গে তুলনা করি। বলাই বাহুল্য, এইযে এই দুই প্রকার আনন্দই কোন না কোন বিষয়ের অধিকারের উপর নির্ভর করে থাকে। ফলসরূপ, এখানে লেনা-দেনার সম্পর্ক থেকেই যায়। কিন্তু Disinterested Delight বা নিরপেক্ষ আনন্দের সঙ্গে কোন বিষয়ের অধিকারের সম্পর্ক নেই। শিল্পী কোন কিছু পাওয়ার আশা না করেই যেমন তার মনের আনন্দে শিল্প কর্ম করে যান, তেমনই আমরা যখন সেই সৃষ্টির সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে যাই তা কখনই কোন লেনা-দেনার উপর নির্ভর করে না। আসলে A judgment of taste is made of an object without any thought of its utility or use to the person who makes the judgment.[xi] এর পাশাপাশি এটাও উল্লেখ করা দরকার যে এইজাতীয় অবধারণগুলি আবশ্যিকভাবে সার্বিক। কেননা এই অবধারণের মাধ্যমে প্রকাশিত যে আনন্দবোধ তা আর যাইহোক কোন **Individual Inclination or Interest বা ব্যক্তিগত প্রবণতা বা ইচ্ছাকৃত আগ্রহের** উপর নির্ভরশীল নয়। সোজাকথায়, যেটা সুন্দর সেটা কারুর ব্যক্তিগত পছন্দ বা

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 27 : 2024-2025
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.17
অপছন্দের উপরে নির্ভরশীল নয়। এই কারণে সৌন্দর্য সম্পর্কে যেকোন অবধারণই সার্বিক। তবে এই সার্বিকতা বিষয়গত নয় বিষয়ীগত। এইরকম নয় যেটাকে সুন্দর বলা হয় সেটার উপর কোন গুণ বা ধর্মের আরোপ হয়। কেননা সৌন্দর্য কোন গুণ বা ধর্ম নয়। এটা হল এক ধরণের বিশেষ অনুভূতি। যা সকলে মিলে ভাগ করে নেওয়া যায়। আরতাই 'চন্দ্র হয় সুন্দর।' এই অবধারণটি সার্বিক। কান্টের ভাষায়, 'In making a judgment of taste the feeling taking place in the heart of an individual is impersonalized and thereby, universalized.'[xii]

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে **Reflective Judgment বা ধ্যানবাচিক অবধারণগুলির** মাধ্যমে যে রস আস্বাদন করা হয় তা বিষয়ীর উপর নির্ভরশীল হলেও এই রস আস্বাদনকে ভাগাভাগি করেও নেওয়া যায়। তাছাড়া এগুলি আবশ্যিকভাবে আনন্দের প্রকাশক। কিন্তু আবারও প্রশ্ন হল এইজাতীয় অবধারণগুলির এই যে অনিবার্যভাবে সার্বিকতা তার উৎস কোথায়? এর উত্তরে বলা হয় যে Aesthetic Feelings বা সৌন্দর্যের অনুভূতি হল এক ধরণের Sensation বা ইন্দ্রিয় সংবেদন যার শুরুটা হয় প্রত্যক্ষের দ্বারা। তবে এটি বিশেষ ধরণের প্রত্যক্ষ। কেননা এখানে বিষয়টা বিষয়রূপেই প্রতিপাদিত হয়। অর্থাৎ যেটাকে সুন্দর বলি সেটিকে সুন্দর হওয়ার কারণেই সুন্দর বলি। ইংরাজিতে বলতে হয় 'Beautiful is beautiful'. or 'Beautiful for the sake of beautiful.' মোটকথা এই যে, এক্ষেত্রে আমাদের কল্পনা এবং বোধশক্তির ঘটে মেলবন্ধন। যা কোন অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেনা। অর্থাৎ অভিজ্ঞতাপূর্ব। আর তাই এখানে সার্বিকতাও আছে আবার অনিবার্যতাও আছে। এটা কোন পূর্বলব্ধ বিষয়ের জ্ঞানের সঙ্গে কিংবা কোন অনুমানলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে বিষয়ের বা ঘটনার মিলন নয়। বরং আমার মনের মধ্যে পুঞ্জিভূত অপারকল্পনার সঙ্গে আমার বোধশক্তির মিলন। আর যার সাক্ষী হল আমার হৃদয়ের অনুধ্যান যা আমার মনকে আনন্দের হিল্লোলে মাতিয়ে তোলে।

তবে এই হিল্লোলের অপর বিশেষত্ব হল এটি সকলের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়া যায়। আমি যেটিকে সুন্দর বলছি অর্থাৎ আমার কল্পনা ও বোধশক্তি যেখানে মিলেমিশে এককার হওয়ায় আমি যে আনন্দের অংশীদার, আমি চাইব যে সকলেই সেই আনন্দের অংশীদার হয়ে উঠুক। এটি এক প্রকারের বিষয়ীগত আবশ্যিকতা। তবে এই বিষয়ী কোন এজেন্ট বা কর্তা নন। এটি হল ঐ কর্তার নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতি। যা কিনা ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়াকে ছাপিয়ে যায়। অর্থাৎ যেটি আমার ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়াকে ছাপিয়ে গিয়েও সুন্দর বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে আমিও চাইব সকলেই যেন তাদের ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়াকে ছাপিয়ে গিয়ে সেটিকে সুন্দর বলে। এটিকে তিনি আর এক ধরণের আবশ্যিকতা বলেছেন। যে আবশ্যিকতার উনি নাম দিয়েছেন Exemplary Necessity বা দৃষ্টান্ত মূলক আবশ্যিকতা। যেটির বলেই সকলেই আমারই মত আমি যেটিকে সুন্দর বলে থাকি সেটিকে সুন্দরই বলে থাকে। মানুষে মানুষে শত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি মানুষের মধ্যে এমন একটি মানুষ রয়েছে যা সকল চাওয়া পাওয়ার উপরে উঠে সকলকে একই ছাতার নিচে নিয়ে আসে। আর এই কারণেই কান্ট মনে করেন, kingdom of ends প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কান্টেরভাষায়, 'As a transcendental subject I when I get an aesthetic enjoyment, I expect you also being the same get the same enjoyment though I and you are different each other's.'

III

সমসাময়িক ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য (কেসিবি) তাঁর The Concept of Rasa নামক প্রবন্ধে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে Aesthetic Enjoyment বা নান্দনিক উপভোগের গুরুগম্ভীর, পুঙ্খানুপুঙ্খ অথচ নিখুঁত বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধের শুরুতেই বলেন যে, 'রস' এই শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে। রস মানে কোনকিছুর সার বোঝাতে পারে কিংবা রস মানে কোনকিছুর taste বা

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 27 : 2024-2025
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.17

আস্বাদনকে বোঝাতে পারে। এখন কোনকিছুর সার যেহেতু নিত্য সেহেতু সেটির যে অনুভূতি সেটিও হবে নিত্য। তবে যেকোন সার এর অনুভূতি রস নয়, রস হতে গেলে সার তো থাকতেই হবে তার পাশাপাশি আর যে বিষয়টিকে থাকতে হবে সেটি হল শাশ্বতমূল্যের অনুভূতি। **অর্থাৎ সার কথা হল শাশ্বত মূল্যের নিরিখে কোনকিছুর সারানুভুতিই হল রস।** তবে এই রস আস্বাদনের সঙ্গে হর্ষ বা বিষাদ ইত্যাদি অনুভূতিগুলি জড়িয়ে থাকে।

যাইহোক, রসকে যত সহজে বলা হল, রসের আস্বাদন করা হয়ত তার থেকে সহজ হলেও রস আস্বাদনের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ অত সোজা নয়। আর তাই তিনি দুটি ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তার মধ্যে একটি হল সার বলতে যুক্তিবিদ্যায় যেটিকে Universal বা সামান্য বলা হয় সেটি নয়, বরং এটি হল আইডিয়াল বা কল্পনালব্ধ — যেটিকে অনুভবে পাওয়া যায়। এখন কেসিবি সারকে যুক্তিবিদ্যার সামান্য না বলে, পাশাপাশি এটিকে আইডিয়াল বা কল্পনালব্ধ বলে দুটো উদ্দেশ্য সাধন করেছেন। প্রথম ক্ষেত্রে তিনি হেগেলের রস সম্পর্কিত ভাবনা যেখানে তিনি রসকেও *প্রজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেটা মেনে নেননি।*[xiii] রস আসলে অনুভব। কিন্তু যে কোন অনুভবই রস নয়। কারণ অনুভূতি মাত্রই রস হয়ে গেলে *এটি পুরোপুরি মানসিক হয়ে পড়ে*। আর তাই তিনি *রসকে আইডিয়াল বা কল্পনালব্ধ বলেছেন* । তবে এই কল্পনা আকাশ কুসুম কল্পনা নয়। এছাড়াও তিনি রসকে কখনই ইউনিভার্সাল ট্রুথ বা চরম সত্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাননি। তাঁর এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সম্ভবত তিনি রসানুভব ও দার্শনিক অনুধ্যানকে এক করে দেখতে চাননি। কেননা রসের আস্বাদন অনুভূতি কেবলমাত্র অনুভূতির মাধ্যমেই সম্ভব। আবার যেহেতু রস হল কল্পনালব্ধ সারের মূল্যবিষয়ক অনুভূতি সেহেতু এই আস্বাদনের পথটাও নানা রূপকের নুড়ি পাথরে বাঁধান। একথা ভুললে চলবে না যে, যে কোন কল্পনালব্ধ সারের মূল্যবিষয়ক অনুভূতির আস্বাদনের মধ্যেই রয়েছে Aesthetic Enjoyment বা নান্দনিক উপভোগ। আর একটি বিষয় না উল্লেখ করলেই নয় সেটি হল এটি না বিষয়গত না বিষয়ীগত। কেননা কোন ব্যক্তি যখন কোন বিষয়কে দেখে সুন্দর বা কুৎসিত বলে তখন সে শুধুমাত্র তার ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করে না, ব্যক্তিগত অনুভূতির উপরে উঠে সে অনুভবের মাধ্যমে আবেগের সারকে চিরন্তন মূল্যের নীরিখে উপভোগ করতে চায়। আর এরই প্রকাশ কাব্য-শাস্ত্রে হয়েছে মূলতঃ নয় ভাবে—শৃঙ্গার, বীর, করুণ, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত। কেউ কেউ আবার বাৎসল্য রসকেও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে চান।

এতক্ষণ যা বলা হয়েছে তার মূল কথা হল — রস হল মূল্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। আর এই রসের আস্বাদন আমরা করে থাকি অনুভূতির মাধ্যমে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে রসানুভব কি অন্যান্য অনুভবের মতই আর একটি অনুভব? কেসিবির ভাষায়, 'What is the implication of the transitive use of the verb 'to enjoy'? রসকে আমরা পরোক্ষ অনুভবে পাই না অপরোক্ষ অনুভবে পাই? তা ছাড়া রস যখন অনুভবের বিষয় সেখানে ঠিক কোন পর্বে মূল্যের আগমন ঘটে?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কেসিবি বলেন যে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে রসের অনুভব অপরোক্ষ। তবে, এই অনুভবের স্তরভেদ রয়েছে। এখানে বিষয় ও বিষয়ীর কোন ভেদাভেদ থাকে না, বিষয়টি কেবলমাত্র আনন্দ উপভোগের প্রতিভাসমাত্র নয়, বরং এটি enjoyable look বা আনন্দ উপভোগের এমন বাতাবরণ দ্বারা বেষ্টিত যেখানে বিষয় বিষয়ীকে ছেড়ে থাকতেও পারেনা কারণ সেখানে বিষয়ী বিষয়ের মধ্যে লীন হয়ে থাকে। কেসিবির ভাষায়, 'The subject, too, does not feel his detachment from the object: he feels attracted into or weighed down by the object.'[xiv] অর্থাৎ বিষয়ী নিজেও বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন বলে ভাবতে পারে না; সে নিজেই বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে বা বিষয়ের মধ্যে লীন হয়ে যায়। যাইহোক, রসানুভবের স্তরভেদগুলি কি কি সেটা আলোচনার করার পূর্বে যেটা বলা দরকার সেটা হল এই অনুভবের শুরুটা কোন না কোন বিষয়ের অনুভবকে কেন্দ্র করেই। অর্থাৎ রসানুভবের

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 27 : 2024-2025
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.17

শুরুটা বিষয়-কেন্দ্রিক। তবে এই বিষয় নৈসর্গিক হতে পারে আবার অ-নৈসর্গিকও হতে পারে । অ-নৈসর্গিক শব্দটির পরিব্যাপ্তি কেসিবির কাছে শুধুমাত্র অনুভূতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটির বিস্তার কল্পনার জগতেও। এখন কাল্পনিক বিষয়কে কেন্দ্র করে কীভাবে Aesthetic Enjoyment বা নান্দনিক উপভোগ এর স্বাদ পাওয়া যায় সেটা বর্ণনা করার পূর্বে যেটা বলা দরকার সেটা হল রসানুভব অপরোক্ষ হলেও ত্রি-স্তরীয়। *যেখানে থাকে বিষয়ের অনুভব, বিষয়ের অনুভবের অনুভব এবং বিষয়ের অনুভবের মূল্যযুক্ত অনুভব*।

বিষয়টিকে একটা উপমার সাহায্যে অনায়াসেই বোঝানো যেতে পারে। কোন একটি শিশু যখন খেলনা নিয়ে খেলে সে আনন্দ পায়। এক্ষেত্রে শিশুটির আনন্দের বিষয়বস্তু হল তার খেলনা। কিন্তু শিশুটির খেলনা নিয়ে খেলা দেখে আমরা যখন আনন্দ পাই তখন সেই আনন্দের বিষয়বস্তু শিশুটির আনন্দ। শিশুটি যে আনন্দ পাচ্ছে আমরা কল্পনায় সেই আনন্দের ভাগীদার হয়ে থাকি। এই কারণে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, 'I do not see it there like a child; I at best feel like imagining it.'[xv] অর্থাৎ আমি শিশুটির মত দেখিনা; আমি আমার কল্পনায় এটিকে যতদূর সম্ভব অনুভব করে থাকি[xvi]। কল্যাণ বাগচী মহাশয় *The Philosophy of Krishnachandra Bhattacharya* বইয়ে এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'To sympathize a person is to feel him feeling, not to feel his feeling.'[xvii] তাঁর শিশুটির আনন্দ বস্তু কেন্দ্রিক অর্থাৎ খেলনা কেন্দ্রিক হলেও আমার আনন্দ ঐ শিশুটির আনন্দ কেন্দ্রিক। আর তাই এই অনুভূতি বিষয়ীগত। তিনি এই আনন্দকে বিষয়ীগত বলার পাশাপাশি এটিকে আবার উচ্চতর স্তরের বলেছেন। একেবারে প্রাথমিক স্তরের অনুভূতিতে অর্থাৎ বস্তুকেন্দ্রিক অনুভূতিতে সেটা হর্ষ বা বিষাদ যাইহোক না কেন সেটি বিশেষণরূপেই বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু সেটিকে যখন বিষয়বিচ্ছিন্ন করা হয় অর্থাৎ পূর্বের উদাহরণে শিশুটির খেলনা কেন্দ্রিক আনন্দের উপরে উঠে শিশুটির আনন্দকে বিষয়বস্তু করা হয় তখন সেই অনুভূতি স্বাধীনতো বটেই পাশাপাশি সেটা স্বাবলম্বীও বটে। আর এই কারণে এটি উচ্চতর। কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের ভাষায়, 'The freedom of the sympathetic feeling, in fact, is reflected in the object as this detachment of expression from given fact, as expression 'in the air' without a substratum.'[xviii] অর্থাৎ সহানুভূতির অনুভবের মধ্যে যে স্বাধীনতা, প্রকৃতপক্ষে, তা বস্তুর মধ্যে প্রতিফলিত হয় এইকারণে যে সেটির প্রকাশ প্রদত্ত বিষয় থেকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন যে সেটিকে কোন অবলম্বন ছাড়াই 'আশমানে ভাসমান' বলেই মনে হয়। যখনই কোন বিষয়বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যের অনুভূতি পুনরায় ঐ বিষয়েই প্রতিফলিত হয় তখনই আনন্দের উদ্ভব হয়। আর এই সৌন্দর্যানুভূতি স্বাভাবিকভাবেই উচ্চতর। বিষয়টা কতকটা এই রকমঃ

বিষয়ী	বিষয়
(৩) আমার আনন্দ	মূল্যযুক্ত, নিরালম্ব, উচ্চতর, বিষয়ী বিষয়ে লীন
(২) আমার আনন্দ	শিশুর আনন্দ
(১) শিশুর আনন্দ	খেলনা

Aesthetic Enjoyment বা নান্দনিক উপভোগ যেমন একটি উচ্চস্তরের অনুভব যেটিকে কেসিবি feeling of a feeling of a feeling[xix] বা অনুভবের অনুভবের অনুভব বলেছেন। তবে এই অনুভবের প্রকাশ হয়ে থাকে Sympathy বা সহানুভূতির মাধ্যমেই। আর তাই এটিকে সহানুভূতির সহানুভূতির সহানুভূতিও বলা চলে। যাইহোক, এক্ষেত্রে Sympathy বা সহানুভূতি সরাসরি বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত না হলেও এটি নিজেই একটি নির্দিষ্ট অনুভূতি যার দ্বারা কোন না কোন বিষয়ী প্রভাবিত হন। পাশাপাশি এইজাতীয় সহানুভূতি, আবেগের সার (essence of emotion) এর সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় মূল্যায়ণ মূলক অর্থাৎ সুন্দরের আস্বাদন এইজাতীয় সহানুভূতির দ্বারাই হয়ে থাকে। যেমনঃ যখন কোন একজন মা তার সন্তানের কষ্টে কষ্ট পায়, তখন আমরা ঐ মায়ের কষ্টের প্রতি সহানুভূতি দেখান মানেই সেই সহানুভূতি মূল্যযুক্ত,

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 27 : 2024-2025
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.17

নিরালম্ব এবং উচ্চতর। কারণ এটি পুরোপুরি ভাবে বিষয় নিরপেক্ষ একটি শাশ্বত সত্তা যা কিনা প্রকৃতই চিরন্তন মূল্যের পরিচায়ক। যেটিকে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন, 'Since it is altogether detached from the particular fact, it is a kind of eternal reality, a real eternal value.'[xx] এই কারণে আমরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের কষ্টে দুঃখ অনুভব করি আবার মানুষের আনন্দে আনন্দ অনুভব করি। এইপ্রেক্ষিতে তিনি সুন্দরকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, সুন্দর হল এমন এক চিরন্তনমূল্য এবং নান্দনিক উপভোগ যা কিনা সহানুভূতির সহানুভূতি। ...এটিকে সহানুভূতির সঙ্গে সহানুভূতিরূপেও ধরা যেতে পারে। তাঁর ভাষায়, 'Beauty, is such an eternal value and aesthetic enjoyment which is actually the sympathy of sympathy.'...'It may be taken as a sympathy with sympathy.[xxi]

সুন্দরকে সহানুভূতির সঙ্গে সহানুভূতি যুক্ত চিরন্তন মূল্য যুক্ত নান্দনিক উপভোগ বলে কেসিবির যে নির্ণয় তাতে করে যে বিষয়টির ফাঁক থেকেই যায় সেটি হলঃ সহানুভূতির সঙ্গে সহানুভূতি যুক্ত হলে ও তা কি করে চিরন্তন মূল্যযুক্ত হয় এবং পাশাপাশি এটিই কীভাবে নান্দনিক উপভোগের উদ্রেক করে? এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য তিনি একটি বিশেষ উদাহরণ এর সাহায্য নিয়েছেন। যেখানে তিনি পিতামহের দ্বারা দৌহিত্রের খেলনা নিয়ে খেলার আনন্দ উপভোগের কথা বলেন। পূর্বের উদাহরণের মতই দৌহিত্রের আনন্দের বিষয় বস্তু খেলনা। আর পিতামহের আনন্দের বিষয়বস্তু হল দৌহিত্রের খেলনা নিয়ে খেলার আনন্দ। আবার পিতামহের দ্বারা দৌহিত্রের খেলনা নিয়ে খেলার আনন্দ উপভোগের দৃশ্য দেখে আমি যখন আনন্দ পাই সেটা হল আমার অনুধ্যানলব্ধ আনন্দ (Contemplative Joy)। আর তাই এটি নান্দনিক। যেটির মধ্যেই রয়েছে চিরন্তন মূল্য। বিষয়টি কতকটা নিম্নরূপঃ

দৌহিত্রের খেলনা নিয়ে খেলার আনন্দ। [বিষয়ী-বিষয়]

পিতামহের দৌহিত্রের খেলনা নিয়ে খেলার আনন্দ উপভোগ করে আনন্দ। [বিষয়বিচ্ছিন্ন বিষয়ী কিন্তু সুনির্দিষ্ট]

পিতামহ দৌহিত্রের খেলনা নিয়ে খেলার আনন্দ উপভোগ করে যে আনন্দ পাচ্ছে সেটা দেখে আমার আনন্দ। [শাশ্বত তথা নান্দনিক]

এই বিষয়টিকেই কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বোঝাতে গিয়ে বলেন, 'I enjoy the essence of emotion, get immersed on it even like the child in the toy, without, however, being affected by it thus losing my freedom.'[xxii] অর্থাৎ আমি এখানে এমনভাবে আমার আবেগের সারটাকে উপভোগ করি তথা ঐ বিষয়ে ডুবে যাই ঠিক যেমন শিশুটি খেলনাটি নিয়ে মশগুল হয়ে থাকে। আর এক্ষেত্রে আমার যে স্বাধীনতা তা একেবারেই অক্ষুণ্ণ থাকে না। আসলে আমার অনুভূতি এবং শিশুটির অনুভূতির মধ্যে যে জায়গাটায় মিল সেটা হল উভয়েরই রয়েছে আনন্দের অনুভূতি। এবং সেই আনন্দে লীন হয়ে থাকা। কিন্তু আমার আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু হল — পিতামহ দৌহিত্রের খেলনা নিয়ে খেলার আনন্দ উপভোগ করে যে আনন্দ পাচ্ছে সেটা অর্থাৎ আনন্দের সারটা। আর তাই আমি সার্বিক-শাশ্বত-চিরন্তন-মূল্যযুক্ত আনন্দের ভাগীদার হচ্ছি। আর এই আনন্দের ভাগীদার হতে পারছি এই কারণে যে আমার এখানে ব্যক্তিগত কোন লেনাদেনা নেই।

এর পরে তিনি নান্দনিক অনুভূতির আরও গভীরে গিয়ে এটির ব্যপকতা আলোচনার প্রেক্ষিতে কাব্য ও সাহিত্যের নান্দনিক উপভোগ কীভাবে হয় তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যেটির আভাষ যদিও তিনি সূচনাতেই দিয়েছিলেন। আর দিয়েছিলেন এই বলে যে, It is understood purely through feeling and interms of feeling; and it is to be called essence or ideal, it can only be way of

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 27 : 2024-2025
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.17
metaphor.[xxiii] অর্থাৎ এটি নিখুঁতভাবে বোঝা যায় অনুভব এবং অনুভবের দ্বারাই; যেটিকে বলা হয় সার বা আদর্শ, যেটিতে পৌঁছানোর পথ কেবলমাত্র রূপক। তবে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। সুকুমার রায় তাঁর কয়েকটি ছড়াতে বাস্তবকেও এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন তা যেন রূপক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন অবাককাণ্ড থেকে প্রথম পংতিটি এখানে দেওয়া হলঃ

শুনছ দাদা! ঐ যে হোথায় বদ্যিবুড়ো থাকে,
সে নাকি রোজ খাওয়ার সময় হাত দিয়ে ভাত মাখে?
শুনছিনাকি খিদেও পায় সারাদিন না খেলে?
চক্ষু নাকি আপনি বোজে ঘুমটি তেমন পেলে ?

এখানে উল্লিখিত প্রতিটি ঘটনাই বাস্তব। কিন্তু ছন্দের টানে এক অদ্ভুত সাহিত্যরস সৃষ্টি হয়েছে। তবে, কাব্য ও সাহিত্যের নান্দনিক উপভোগ করার জন্যকে মন যে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে থাকে সেটা বোঝানোর জন্য তিনি পূর্বের উদাহরণ টেনে বলেন, দৌহিত্রের খেলনা নিয়ে খেলার আনন্দ — সেটা দেখে পিতামহের আনন্দ উপভোগ — আমার আবার পিতামহের আনন্দ উপভোগ দেখে আনন্দ — সবই বাস্তব। কিন্তু এমনও হতেই পারে যে দৌহিত্রের খেলনা নিয়ে খেলার আনন্দ বাস্তব, কিন্তু সেটা দেখে পিতামহের আনন্দ উপভোগ আমার কাছে কাল্পনিক। তা সত্ত্বেও আমি কাল্পনিক পিতামহের আনন্দ উপভোগে আনন্দ পাচ্ছি। অর্থাৎ যে শিশুটি খেলনা নিয়ে খেলছে সেটা দেখে তার পিতামহ বেঁচে থাকলে যে আনন্দ পেত আমি কাল্পনিকভাবে সেই পিতামহের আনন্দে আনন্দিত হচ্ছি। একইভাবে দৌহিত্র আদৌ বাস্তবে নেই, পিতামহ বেঁচে আছে আর তাই কাল্পনিক দৌহিত্র অথচ বাস্তব পিতামহের আনন্দে আনন্দিত হতেই পারি। এখন প্রশ্ন হল, যদি দৌহিত্র ও পিতামহ উভয়েই কাল্পনিক হয় তাহলে কি আদৌ নান্দনিক অনুভূতির রস আস্বাদন করা যাবে কিনা? অর্থাৎ কিনা কাব্য-নাটক-সাহিত্য ইতাদিতে যে অসংখ্য কাল্পনিক চরিত্র চিত্রিত করা হয় এবং সেখান থেকে আমরা যে নান্দনিক রসের উপভোগ করি তার ব্যাখ্যা কি হবে?

এর উত্তরে তিনি যে বিষয়গুলির উপর সব থেকে জোর দেন তার মধ্যে প্রথমটি হল কল্পনা আর দ্বিতীয়টি হল অনুভব। কল্পনা সেটি বাস্তবভিত্তিক হোক বা কল্পনাভিত্তিক যাইহোক না কেন দুটোই নান্দনিক উপভোগের পরিচায়ক হতে পারে। যখনই কোন কল্পনা নান্দনিক উপভোগের পরিচায়ক হয় তখনই আমাদের মাথা কাজ করে না কাজ করে হৃদয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে দায়ী হল অনুভব, কখনই বোধ নয়। তবে এই অনুভব কোন ব্যক্তি-ভিত্তিক অভিজ্ঞতা নির্ভর অনুভব নয়। এই অনুভব হল ব্যক্তি-ভিত্তিক অভিজ্ঞতা নির্ভর অনুভবকে ছাপিয়ে গিয়ে সার্বজনীন হৃদয়ের অনুভূতিতে নিজের অনুভূতিকে লীন করে দেওয়া। কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের ভাষায়, 'Now the character in the drama is not imagined by me as an actual person: I imagine someone imagining the character as an actual person and I sympathies with this imaginary 'someone' as the second person. The imaginary second person is not one particular person but someone or any person. He has the value concept of a person in general: only here we have in the concept of efflux of feeling and not of the intellect. The person is felt—not thought—by me who I am aesthetically contemplating. The felt person in general may be semi-mythologically called Heart Universal. Every feeling that is depicted in art is contemplated as reflected in or sympathized with this heart Universal and the person who contemplate the feeling merges his personal or private heart in this ubiquity. Artistic enjoyment is not the feeling of the enjoyer on his own account, it involves a dropping of self-consciousness, while the feeling that is enjoyed—the feeling of the

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 27 : 2024-2025
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.17

third person—is freed from its reference to an individual subject and internalized in the Heart Universal.[xxiv]' এখন নাটকে যে চরিত্র সেটিকে আমি কখনই বাস্তব বলে কল্পনাই করি না; বরং আমি যেটা ভাবি সেটা হল কোন একজন তাঁর কল্পনায় এটিকে বাস্তব বলে মনে করেন এবং এই কাল্পনিক 'কোন একজন' কে আমি দ্বিতীয় ব্যক্তি রূপে সহানুভূতি দেখাই। আর এই কল্পিত দ্বিতীয় ব্যক্তি কোন একজন বিশেষ ব্যক্তি নয়, বরং যেকোন একজন ব্যক্তি। যে ব্যক্তির একজন সাধারণব্যক্তি কেমন হবে সে সম্পর্কে মূল্যায়ণমূলক প্রত্যয় রয়েছে; শুধুমাত্র তাঁরই ধারণা প্রবাহের অনুভব হয়, বোধের নয়। (ব্যক্তিটি যদি আমি হই) আমি যেকিনা নান্দনিক অনুধ্যান করছি অর্থাৎ আমার ব্যক্তিটি সম্পর্কে অনুভবই হয়, বোধ নয়। আর এই অনুভূত ব্যক্তিটিকে আধা-পৌরাণিক দৃষ্টিকোণ থেকে হার্ট ইউনিভার্সাল বা সার্বজনীন হৃদয় বলে ডাকা যেতেই পারে। আর কলা বা শিল্পের ক্ষেত্রে যে অনুভূতিরই চিত্রায়ণ করা হোক না কেন সেটি এই সার্বজনীন হৃদয়ে প্রতিফলিত বা সহানুভূতিশীল বলে বিবেচিত হয়। আর যে ব্যক্তির এই জাতীয় অনুধ্যান হয় সেইব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিগত হৃদয়কে এই সার্বজনীন হৃদয়ের সঙ্গে এক করে ফেলে। নান্দনিক উপভোগ কোনভাবেই কোন উপভোগকারীর ব্যক্তিগত অনুভব নয়, এটির সঙ্গে আত্মচেতনা খুইয়ে ফেলা জড়িয়ে রয়েছে, কেননা যখন অনুভবটিকে উপভোগ করা হয়, তখন সেই অনুভব তৃতীয় ব্যক্তির অনুভূতি যেখানে না আছে কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ের নির্দেশনা বরং রয়েছে সার্বজনীন হৃদয়েলীন হয়ে যাওয়া।

যখন কোন একজন সাধারণ দর্শকও মঞ্চে অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে এককার হয়ে তারই আনন্দে হাসে বা অশ্রু বিসর্জন করে তখন ঐ সাধারণ ব্যক্তিকেও তার **অন্তরস্থ হার্ট-ইউনিভার্সাল বা সার্বজনীন হৃদয়ের** এর মাধ্যমেই অনুভব করতে হয়। এখন প্রশ্ন হল ঠিক কখন বোঝা যাবে যে একজন ব্যক্তির অন্তরস্থ হার্ট-ইউনিভার্সাল বা সার্বজনীন হৃদয়ের এর মাধ্যমেই নান্দনিক অনুভব হয়েইছে। এর উত্তরে তিনি অনুভূতির তিনটি স্তরভেদ করেছেন। প্রাথমিক বা সাধারণ, সহানুভূতি-মূলক ও অনুধ্যান-মূলক। লেখক যখন তাঁর নাটকের কল্পিত চরিত্র চিত্রণ করছেন তখন তিনি প্রাথমিক বা সাধারণ অনুভূতির প্রয়োগ করেন। আমরা দর্শকরা যখন ঐ কল্পিত চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিই তখন সহানুভূতি প্রকাশ করি। এই সহানুভূতির ফলস্বরূপ যে হর্ষ বা বিষাদ তা অনুধ্যান-মূলক কেননা তা অন্তরস্থহার্ট-ইউনিভার্সাল বা সার্বজনীন হৃদয় থেকেই নিঃসৃত। তবে নান্দনিক উপভোগের সমস্তটাই অনুভবের কার সাজি। কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের ভাষায়, 'It implies that the third person is indifferent to me; I am interested less in him that his feeling.'[xxv] অর্থাৎ এটা প্রতিপাদিত, যে তৃতীয় ব্যক্তির (অভিনেতা) সঙ্গে আমি অভিন্ন; সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আমি আদৌ উৎসাহী নই, যতটা উৎসাহী তাঁর অনুভূতি (অভিনয়) নিয়ে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে নাটক, কাব্য ও সাহিত্যে যে নান্দনিক উপভোগ তা কাল্পনিক। যেটির ভিত্তিমূলে রয়েছে অন্তরস্থ হার্ট-ইউনিভার্সাল বা সার্বজনীন হৃদয়ের থেকে নিঃসৃত বিশুদ্ধ অনুভব। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, নান্দনিক উপভোগের খুঁটিনাটির বিশ্লেষণ আদৌ বাস্তবিক কিনা? এটি যে আদৌ অবাস্তব নয়, বাস্তব সেটা বোঝাতে গিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য অনুভূতির প্রাথমিক বা সাধারণ, সহানুভূতি-মূলক ও অনুধ্যান-মূলক এই তিনটি স্তরের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রকাশ (expression), বিষয়-বিচ্ছিন্নতা (detachment fromobject) এবং নিত্যতার (eternality)কথা বলেছেন। প্রকাশের (expression) স্তরে বিষয়টি প্রাথমিকভাবে প্রদত্ত হয়। আর বিষয়-বিচ্ছিন্নতার (detachment from object) স্তরে বিষয়টি কেন্দ্রে না থেকে বিষয়ের অনুভূতি কেন্দ্রে চলে আসে। ফলে এখানে আমরা অনুভূতির প্রেক্ষিতে সহানুভূতি প্রকাশ করি। আর পরিশেষে, যেটা পাওয়া যায় সেটা হল সার্বিক-নিত্য-মূল্যের অনুভব যা নিঃসন্দেহে অনুধ্যান-মূলক। আর একটি বিষয়ের তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন। সেটি হল এইজাতীয় অনুভূতি নিছক অনুভূতি নয়, বরং সেরা বা শ্রেষ্ঠ অনুভূতি (feeling per excellence)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ভারতীয় দৃষ্টিতে যেটি রস বা Aesthetic Essence আর পাশ্চাত্যে যেটি taste বা

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 27 : 2024-2025
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.17
আস্বাদন সেটির ব্যখ্যা অনুভূতির মাধ্যমেই দেওয়া সম্ভব। এখানে বোধের ভূমিকা ছিটেফোঁটা। তবে এই অনুভূতি উচ্চস্তরের অনুভূতি। যেটিকে বোঝাতে গিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, 'Aesthetic enjoyment is conceived not merely as free from the entitlement of fact but as the realization of an eternal value, as an identification of the aesthetic essence without loss of freedom.'[xxvi] অর্থাৎ নান্দনিক উপভোগ শুধুমাত্র বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন কোনকিছুর চিরন্তনমূল্যের উপলব্ধি নয় বরং কোনরূপ পরাধীনতার অধীন না হয়ে রসের উপলব্ধি। (কান্ট ও কেসিবি)

এখন প্রশ্ন হলঃ প্রাথমিক বা সাধারণ, সহানুভূতি-মূলকও অনুধ্যান-মূলক এই তিনটি স্তরের পাশাপাশি প্রকাশ (expression), বিষয়-বিচ্ছিন্নতা (detachment from object) এবং নিত্যতা (eternality) এদেরকে বুঝলেই কি রস বা Aesthetic Essence এর আস্বাদন হয়ে যাবে? একথা ঠিক যে প্রাথমিক বা সাধারণ অর্থাৎ প্রকাশ (expression) স্তরে অনুভূতিটি বিষয়কেন্দ্রিক। দ্বিতীয়স্তরে অর্থাৎ কিনা সহানুভূতি-মূলক তথা বিষয়-বিচ্ছিন্নতা (detachment from object) স্তরে অনুভূতিটি সহানুভূতিকেন্দ্রিক যার বিষয় নির্দিষ্ট অনুভূতি। তবে এই অনুভূতি objective বা ভাগাভাগির বিষয় হলেও বিষয়ীগত। কেননা, কোন অনুভূতির প্রতি সহানুভূতি দেখানো মানেই একদিক থেকে যেমন বিষয়ীকে ছাপিয়ে উঠতে হয় অপরদিক থেকে তেমনই সেটি কোন না কোন বিষয়ীর অপেক্ষা রাখে। আরএটিকে বোঝানোর জন্য কেসিবি বলেন, 'Instead of the subject for getting itself in the object we have the objecthere getting dissolved in the subjective feeling.'[xxvii] অর্থাৎ বিষয়ের মধ্যে বিষয়ীকে পাওয়ার পরিবর্তে আমরা এখানে যেটা পাই সেটা হল বিষয়ানুভব এর বিষয়ী-অনুভবে লীন হয়ে যাওয়া।

অনুভূতিমাত্রই সেটা কারুর না কারুর অনুভূতি। অর্থাৎ অনুভূতির একটা বিষয়ীগত দিক থাকলেও সেটা কীভাবে নৈর্ব্যক্তিক হয় সেটা বোঝানোর জন্য কেসিবি সহানুভূতিকে দুটি দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। একদিক থেকে কোন ব্যক্তি অপরের সহানুভূতি পেতে পারেন। আর অপরদিক থেকে কোন ব্যক্তি নিজে অপরকে সহানুভূতি দেখাতে পারেন। প্রথমক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব ভূমিকা থাকলেও দ্বিতীয়ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির নিজস্ব কোনভূমিকা থাকেনা তা নয়। প্রথমক্ষেত্রে ব্যক্তির কোন ভূমিকা না থাকায় সেটি যেমন একপ্রকারের বিচ্ছিন্নতা, তেমনই দ্বিতীয়ক্ষেত্রেও যে সহানুভূতি তা বিষয়বিচ্ছিন্ন সহানুভূতি। এই কারণে কেসিবি বলেন, 'In both I stripe to feel freedom; in the former by expanding, by projecting myself outwards and in the later by assimilating or drawing in, feeling his feeling as mine.'[xxviii] অর্থাৎ উভয়ক্ষেত্রেই আমি স্বাধীনতা উপভোগ করি; প্রথমক্ষেত্রে প্রসারণের মাধ্যমে অর্থাৎ নিজেকে বাইরের দিকে উন্মীলন করে আর দ্বিতীয়ক্ষেত্রে অপরের অনুভবকে নিজের অনুভব বলে আত্তীকরণ বা আকর্ষণকরে। যাদের কেসিবি প্রসারণমূলক (projective) ও আত্তীকরণমূলক (assimilative) বলেছেন।

তিনি মনে করেন যে নান্দনিক উপভোগ প্রসারণমূলক (projective) ও আত্তীকরণমূলক (assimilative) যাইহোক না কেন যেটা উপভোগ করা হয় সেটি হল সৌন্দর্যরস। যা কিনা স্বয়ং-সৎ-মূল্য। যার বিষয় প্রতীক স্বরূপ। এই প্রতীক বাস্তবধর্মী ও কাল্পনিক দুই-ই হতে পারে। আর এইদুটি ক্ষেত্রেই নান্দনিক উপভোগকারী ব্যক্তি অনুভূতির দ্বারা স্বয়ং-সৎ-মূল্যকে খুঁজে পায়। যেখানে অনুভবের প্রতীক বাস্তবধর্মী সেই অনুভবের কেন্দ্রে বিষয় থাকলেও এটি কোন বিষয় বন্ধনে আবদ্ধ নয়। বরং এটি বিষয়কেই মূল্যে পরিবর্তিত করে থাকে। আবার দ্বিতীয়ক্ষেত্রে প্রতীকটি কল্পনা ধর্মী হলেও অনুভূতিটি অসৎ হয় না, কেননা সেখানে সৌন্দর্যমূল্যই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

IV

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.17

নান্দনিক উপভোগের রস আস্বাদন সম্পর্কে কান্টের ও কেসিবির মতামত পর্যালোচনা করে এইরকম ভাবাটাই স্বাভাবিক যে উভয়ের মধ্যে মতের মিলের জায়গায় অমিলটাই বেশী। অন্যান্য ক্রিটিক এর মত এখানেও কান্ট অবধারণকেই বিশ্লেষণের একক রূপে ধরে নিয়েছেন। তবে এই অবধারণগুলি হল Reflective বা ধ্যানবাচিক। একটি অবধারণকে একক রূপে ধরে এগিয়ে গেলে একটা সুবিধা অবশ্যই পাওয়া যায়, সেটি হল এই আলোচনা সাইকোলজিক্যাল না হয়ে লজিক্যাল হবে। রসবোধ অনুভূতি নির্ভর হয়েও রসবোধ এর উৎসের আলোচনা কি করে সাইকোলজিক্যাল না হয়ে লজিক্যাল হয় তা কান্ট প্রদর্শন করেছেন। তবে কেসিবি রসকে সারের সঙ্গে সম্পর্কিত করলেও, যুক্তিবিদ্যায় যেটিকে Universal বা সামান্য বলা হয় সেটি না বলায় তাঁর আলোচনায়, যেটিকে ফরম্যাল লজিক বলা হয়, তার স্থান পায়নি। বরং তিনি রসকে অনুভব নির্ভর আইডিয়াল বলায় রসকে সর্বগ্রাসী *প্রজ্ঞার* হাত থেকে যেমন বাঁচিয়েছেন তেমনই রসকে শুধুমাত্র অনুভব না বলায় রসকে *পুরোপুরি মানসিক* হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। তবে, কান্টের কাছে যেটি মূল সমস্যা ছিল সেটিকে **প্লুহার, কান্টের ক্রিটিক অফ জাজমেন্ট** এর অনুবাদ করতে গিয়ে শুরুতে খুব ভালোভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ভাষায়, How, if at all, is it possible to judge something in nature (or in art) as beautiful on the basis of something very subjective, a feeling of pleasure, and demand for our judgement a universal assent? অর্থাৎ যেটি প্রাকৃতিক বা চারুকলা সম্পর্কিত হওয়ায় বিষয়ীগতদিক থেকে অনন্যসুন্দর এবং তৃপ্তিদায়ক সেটিকে, আদৌ কীভাবে, সার্বজনীনতায় আনা যেতে পারে? এ যেন কান্টের **ক্রিটিক অফ পিওর রিজন** এর মূল সমস্যা— How synthetic judgement a-priori possible? এটাকেই মনে করিয়ে দেয়। এইযে উপরোক্ত সমস্যা সেটি যে কেসিবির ও সমস্যা একথা বলাইবাহুল্য।

তবে উভয়ের সমাধানের পথ ভিন্নভিন্ন হলেও উভয়েই এই ব্যাপারে একমত যে নান্দনিক উপভোগের আস্বাদন অনুভূতির মাধ্যমেই সম্ভব। তবে এই অনুভূতি নৈর্ব্যক্তিক। কান্ট নান্দনিক উপভোগ প্রকাশক অবধারণগুলি যে নৈর্ব্যক্তিক সেটা বোঝানোর জন্য এদেরকে reflective ও purposeless purposive বলেইছেন; তাছাড়াও তিনি এইজাতীয় অবধারণগুলিকে Individual Inclination or Interest এর অভাবযুক্ত disinterested delight প্রদানকারী রূপে চিহ্নিত করেছেন। আসলে এইজাতীয় অবধারণের বিষয় হল বিষয়ীর অনুভূতি। 'It expresses the state of mind of the person that makes the judgement.'[xxix] কেসিবি এটিকেই তৃতীয়স্তরের অনুভূতি বলেছেন। যেখানে বিষয়ী **হার্ট ইউনিভার্সালের** মাধ্যমে বিষয় বিচ্ছিন্ন, নৈর্ব্যক্তিক,শাশ্বত তথা নান্দনিক বিষয়কে অনুভব করে।

এখানে যেটি উল্লেখ করা দরকার সেটি হল এই যে, কান্ট Aesthetic Judgment এর শুরুটাই ইন্দ্রিয়ানুভবের মাধ্যমেই হয়ে থাকে একথা বলেছেন, তবে ঐ অনুভবের বিষয় non-mundane বা অ-নৈসর্গিক [অনুভূতির জগত] হওয়ায় তিনি এইজাতীয় অবধারণগুলিকে purposeless-purposive বলার পক্ষপাতী। কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যও মনে করেন Aesthetic Enjoyment র একটা বিষয়কেন্দ্রিকতা রয়েছে। তবে এই বিষয়কেন্দ্রিকতার পরিব্যাপ্তিকে তিনি নৈসর্গিক বা অ-নৈসর্গিক [অনুভূতির জগত] এদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কাল্পনিক জগতের দিকেও বাড়িয়েদেন।

এর পাশাপাশি এটাও উল্লেখ করা দরকার যে এইজাতীয় অবধারণগুলি আবশ্যিকভাবে সার্বিক। এ ব্যাপারে কান্টের বক্তব্য হল, এইজাতীয় অবধারণের মাধ্যমে প্রকাশিত যে আনন্দবোধ তা আর যাইহোক কোন **Individual Inclination or Interest বা ব্যক্তিগত প্রবণতা বা ইচ্ছাকৃত আগ্রহের** উপর নির্ভরশীল নয়। সোজা কথায়, যেটা সুন্দর সেটা কারুর ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দের উপরে নির্ভরশীল নয়। এটি যেন সুন্দর বলেই সুন্দর । অর্থাৎ যেটা সুন্দর সেটা কোনকিছুর মাপকাঠিতে সুন্দর নয়, সেটা তার নিজগুণেই সুন্দর। যেটি সুন্দর তার স্বগতঃমূল্য রয়েছে। আর তাই কান্ট মনে করেন, সৌন্দর্য সম্পর্কে যেকোন

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 27 : 2024-2025
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.17
অবধারণই সার্বিক।

কেসিবি অবশ্য এই নান্দনিক রসবোধের সার্বিকতা বোঝানোর জন্য অনুভূতিকে প্রাথমিক বা সাধারণ, সহানুভূতি-মূলক ও অনুধ্যান-মূলক এই তিনটিস্তরে বিন্যাস করার পাশাপাশি এদের প্রকাশ (expression), বিষয়-বিচ্ছিন্নতা (detachment from object) এবং নিত্যতার (eternality)উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রাথমিক বা সাধারণ অর্থাৎ প্রকাশ (expression) স্তরে অনুভূতিটি বিষয়কেন্দ্রিক হলেও দ্বিতীয়স্তরে অর্থাৎ কিনা সহানুভূতি-মূলক তথা বিষয়-বিচ্ছিন্নতা (detachment from object) স্তরে অনুভূতিটি নৈর্ব্যক্তিক। কেননা, কোন অনুভূতির প্রতি সহানুভূতি দেখানো মানেই বিষয়ীকে বিষয়ের থেকে ছাপিয়ে উঠতে হয়। এখানে যেটা পাওয়া যায় সেটি হল, বিষয়ের মধ্যে বিষয়ীকে পাওয়ার পরিবর্তে আমরা এখানে যেটা পাই সেটা হল বিষয়ানুভব এর বিষয়ী-অনুভবে লীন হয়ে যাওয়া। যে কেউই লীন হতে পারে। আর তাই এই জাতীয় নান্দনিক রসবোধ সার্বিক।

কান্ট এবং কেসিবি উভয়েই আর একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সেটি হল নান্দনিক রসবোধ স্বাধীন। কান্ট স্বাধীন বলেন এই কারণে যে এটি কোন প্রকার বা ক্যাটিগরির অন্তর্ভুক্ত নয়। আর কেসিবি বলেন, এই জাতীয় অনুভূতি তিনি এই আনন্দকে বিষয়ীগত বলার পাশাপাশি এটিকে আবার উচ্চতর স্তরের বলেছেন। একেবারে প্রাথমিক স্তরে অর্থাৎ বস্তুকেন্দ্রিক অনুভূতি স্তরে বিশেষণরূপেই বিবেচিত হলেও পরে সেই অনুভূতি স্বাধীনতো বটেই পাশাপাশি সেটা স্বাবলম্বীও হয়ে ওঠে। আর এই কারণে এটি উচ্চতরও বটে।

আর একটি ব্যাপারে কান্ট ও কেসিবি একমত সেটা হল এই যে, যেটা সুন্দর সেটা চরম ও পরম। কান্ট মনে করেন যে, 'Beauty is the Form of the Finality in an object, so far as perceived in it, apart from the representation of an end.'[xxx] তবে কেসিবি বিষয়টিকে এইভাবে না বলে অনুভূতির দিক থেকে বিবেচনা করে বলেন, সুন্দরের অনুভূতি হল সার্বিক-নিত্য-মূল্যের অনুভব যা নিঃসন্দেহে অনুধ্যান-মূলক। আর এইজাতীয় অনুভূতি নিছক অনুভূতি নয়, বরং সেরা বা শ্রেষ্ঠ অনুভূতি (feeling per excellence)।

পরিশেষে, যেটা বলা দরকার সেটি হল, নান্দনিক রস উপভোগের উৎস সম্পর্কে কান্টের এবং কেসিবির চিন্তাভাবনা উভয়েই একেবারেই আদর্শমানের স্বকীয় চিন্তাভাবনা। কেসিবি কান্টের দ্বারা প্রভাবিত হলেও এক্ষেত্রে তিনি ভারতীয় ধ্রুপদী চিন্তাভাবনাকে নিজগুণে অন্যমাত্রায় নিয়ে গেছেন। যা তাঁকে ভরতের **নাট্যশাস্ত্রে** বর্ণিত সাহিত্য বা কাব্যরসের ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত রেখেছে। নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতিতে আত্মচেতনা খুইয়ে লীন হয়ে যাওয়ার উল্লেখ কান্ট না করলেও, তিনি নান্দনিক রসের আস্বাদনকে সরাসরি নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। তবে কেসিবি নান্দনিক রস উপভোগকে মূল্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করলেও, কান্টের মত সরাসরি নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত না করায় তাঁর আলোচনা সত্যই অন্যন্য।

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 27 : 2024-2025
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.17

তথ্যসূত্র

[i]What can be said at all can be said clearly; and whereof one cannot speak thereof one must be silent. The book will, therefore, draw a limit to thinking, or rather—not to thinking, but to the expression of thoughts; for, in order to draw a limit to thinking we should have to be able to think both sides of this limit (we should therefore have to be able to think what cannot be thought). The limit can, therefore, only be drawn in language and what lies on the other side of the limit will be simply nonsense. — Tractatus Logico-Philosophicus by Ludwig Wittgenstein with an Introduction by Bertrand Russell translated by C. K. Ogden, Kegan Paul, London, 1922, p.23.

[ii]Smith, N. K.: A Commentary to 'Critique of Pure Reason, Macmillan and Co., London, 1918, p. 3.

[iii]Khan, Gopal Chandra: Kant on Aesthetic Necessity in the Journal of the Department of Philosophy (Vol. VIII), University of Calcutta, 2008-09, pp.—73-80

[iv]Bhattacharyya, Gopinath (Ed.) Krishnachandra Bhattacharyya Studies in Philosophy, (vol. I & II Bound in one), Motilal Banarasidas Publishers, Delhi, 1983, p.—465

[v]Ibid. 463

[vi] Kant, Immanuel, Critique of Judgement, trans. Werner S. Pluhar Hackett Publishing Company, 1987, §-11, P-221

[vii]দাস, রাসবিহারীঃ কান্টের দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কোলকাতা, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা—৩০১

[viii]Tagore, Rabindranath: Personality, McMillan, New York, 1917, P—61

[ix] Allison, Henry E: KANT'S THEORY OF TASTE A Reading of the Critique of Aesthetic Judgment, Cambridge University, Press, 2001, P—68

[x]দাস, রাসবিহারীঃ কান্টের দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কোলকাতা, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা—৩০১

[xi]Khan, Gopal Chandra: Kant on Aesthetic Necessity in the Journal of the Department of Philosophy (Vol. VIII), University of Calcutta, 2008-09, pp.—73-80

[xii]Ibid.

[xiii]...it is clear he hasin mind Hegel for whom aesthetic appreciation is not mere than a confused apprehension of Idea that is understood in logical thought...Aesthetic is not logic; aesthetic feeling is not logical universal. —From *The Philosophy of Krishnachandra Bhattacharya*, by Kalyan Kumar Bagchi, University of Calcutta, 2013, P—239

[xiv]Bhattacharyya, Gopinath (Ed.) Krishnachandra Bhattacharyya Studies in Philosophy, (vol. I & II Bound in one), Motilal Banarasidas Publishers, Delhi, 1983, P—350

[xv]Ibid.

[xvi]But the person who feels the child's feeling 'imagines' it. — From *The Philosophy of Krishnachandra Bhattacharya*, by Kalyan Kumar Bagchi, University of Calcutta, 2013, P—239

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 27 : 2024-2025
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.17

[xvii] *The Philosophy of Krishnachandra Bhattacharya*, by Kalyan Kumar Bagchi, University of Calcutta, 2013, P—240

[xviii] তদেব।

[xix] তদেব।

[xx] Bhattacharyya, Gopinath (Ed.) Krishnachandra Bhattacharyya Studies in Philosophy, (vol. I & II Bound in one), Motilal Banarasidas Publishers, Delhi, 1983, P—352

[xxi] Ibid. 351

[xxii] Ibid. 353

[xxiii] Ibid. 349

[xxiv] Ibid. 353-354

[xxv] Ibid. 354

[xxvi] Ibid. 355

[xxvii] Ibid. 355

[xxviii] Ibid. 356

[xxix] Khan, Gopal Chandra: Kant on Aesthetic Necessity in the Journal of the Department of Philosophy (Vol. VIII), University of Calcutta, 2008-09, pp.—73-80

[xxx] Ibid.

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore